মধ্যাহ্ন খরায় তবু আসে প্রেম

মোহাম্মদ আন্ওয়ারুল কবীর



প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

মধ্যাহ্ন খরায় তবু আসে প্রেম

মোহাম্মদ আন্ওয়ারুল কবীর



মোহাম্মদ আন্ওয়ারুল কবীর পেশাগত জীবনে একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী। বর্তমানে এ আই ইউ বি- তে অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন যাবত ডেইলি স্টার, ডেইলি সান ও ঢাকা কুরিয়ারে নিয়মিত কলাম লিখে আসছেন।

শখের বশেই কবিতা লেখা। যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালীন ছাত্রজীবনে তার কবিতা লন্ডনভিত্তিক বাংলা পত্রিকা জনমত, নতুন দিন, সুরমায় নিয়মিত প্রকাশিত হত।

'মধ্যাহ্ন খরায় তবু আসে প্রেম' তার প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

জীবনের মানে খুঁজা

(উৎসর্গ- অকালে চলে যাওয়া বন্ধুবর সঞ্জীব চৌধুরীকে)

বৃত্তাবদ্ধ জীবন সময়ের সাথে করে মার্চ
একদিন নিশ্চিত ছুঁয়ে যাবে পরিধি...
পরিধির ওপারে আছে কি জীবন !
সংশয়ী মন আমার থাকে নিরুত্তর।

'গাড়ি চলে না চলে না, চলে না রে আর ...'
পরিধি ছুঁয়ার নেশা- জীবন জানে না জীবনের মানে
ভাংগা গাড়িও পৌঁছে যায় জীবন উপান্তে ।

দলছুট সঞ্জীব, বন্ধু আমার
মধ্য যৌবনে তুইও চলে গেলি ...
কথা ছিল জীবনের মানে খুঁজার
এখন তো তুই থমকে যাওয়া ঘড়ির কাঁটা !

মহাকাশে উল্কাপাত- শেষটায় শুধুই শূন্যতা
ধ্যুৎ, জীবনের কি কোন মানে হয়!

মধ্যাহ্ন খরায় তবু আসে প্রেম

কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব

মোহাম্মদ আন্ওয়ারুল কবীর

ই-বুক প্রকাশকাল

জুলাই, ২০১৩

আষাঢ়, ১৪১৯

প্রচ্ছদ

আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও

সার্বিক যোগাযোগ

সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী

ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com

মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪

ও

আজম মাহমুদ

ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com

মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই

ঢাকা, বাংলাদেশ

www.banglar-eboi.com

সূচিপত্র

৬ মধ্যাহ্ন খরায় তবু আসে প্রেম
৭ জীবন বাঁকে
৮ স্পর্ধিত স্পর্শ
৯ ভালবাসার ভাপে
১০ বিভ্রমে আবেগ অতীত
১১ দেহতত্ত্ব পাঠ
১২ ডাকছি তোমায়
১৩ বৃদ্ধাঙ্গুলীতে আয়না পড়া
১৪ আমিও আছি মজে মায়াজালে
১৫ নষ্টালজিয়ায় কিশোরীর মুখ
১৬ এশিয়া- আফ্রিকার মানচিত্র
১৭ নিজস্ব সরোবর
১৮ ভালবাসার ঘ্রাণ
১৯ জাতিস্মর স্মৃতি জানে
২০ গোপন প্রিয়া তুমি মরুদ্যান
২১ ডাগর আঁখি জেগে ঘুমায়ে
২২ মধ্যাহ্নে জীবন পরীক্ষা
২৩ নারী বিষয়ক পদাবলী
২৬ করতলে গোপন প্রেম
২৭ হঠাৎ- ই হয়ে গেল
২৮ মেয়ে, তুমি কি আমার কৃষাণী হবে?
২৯ দেহদেয়াল
৩০ আমার সাথে আড়ি নিলে
৩২ অতঃপর কোথায় পালাবে তুমি?
৩৪ ভালবাসি, নির্বাণ প্রত্যাশায়
৩৫ যুগল পথের দিশা
৩৬ ভালবাসার কান্না
৩৭ বাৎসায়ানে রাতের আঁধার
৩৮ বটবৃক্ষ প্রেম
৩৯ উল্লোল বাতাসে গোপন প্রেম
৪০ জাদু জুয়েল আইচ কবিতা
৪২ ক্রিয়াপদে ভালবাসা
৪৩ রিফুউজ করবে আমায়, কিভাবে?
৪৪ ভালবাসার দশ অনুভব
৪৯ প্রতারক সময়ে আমরা দুজন
৫০ অতঃপর তুমি আমি
৫১ সত্য জানে মন
৫২ থাকব আমি রোমিও হয়েই
৫৩ পরস্ত্রী
৫৪ শ্রেয়সী এসে বলে যাও
৫৫ কেন পাঠাও ভগ্নদূত?
৫৬ আমলনামা হোক চাঁদমুখ
৫৭ সুখী মুখোশে বিচ্ছিন্ন দুজন
৫৮ জেগে ওঠা বজ্রপ্রেম
৫৯ ঈশ্বর ছোঁয়া
৬০ অগস্ত্যযাত্রায় যায় কি সবটুকু
৬১ নারীমন
৬২ আমি তো আছি তোমার পাশে
৬৩ এখনো কি বুঝি!
৬৪ বদলে গ্যাছো তুমি
৬৫ দূরে অথচ কাছে
৬৬ কাছে অথচ দূরে
৬৭ পুলসিরাত পার হবে
৬৮ প্রজাপতি মন ও ফুলের সৌরভ

মধ্যাহ্ন খরায় তবু আসে প্রেম

মরা গাঙেও বান আসে
ভাটির টানে শান্ত নদী আচমকা বর্ষার ছোঁয়ায়
হয়ে যায় ঋতুবতী চপলা তরুণী।

নিস্তরঙ্গ নিথর সময়
বিপ্রতীপ কোণে তুমি আর আমি
যাপিত জীবনে মধ্যাহ্ন খরা ।

হঠাৎ দমকা হাওয়া -
কড়া নেড়ে যায়
তোমার তানপুরায় আমার সুর ।

বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের জল
শুনছো কি তুমি . . .
ভেসে যাবে সমাজ-সংস্কার, নিষেধের তর্জনী।

নারী তুমি হয়ে গেছো উচ্ছল নদী
আমি নামছি জলে . . .
করব যে এবার জলকেলি।

জীবন বাঁকে

সময়স্রোতে আনমনা
বাউল মন, হাতে একতারা
উদাসী সুর, আমি পান্থজন ;
জীবনঘড়ি টিক টিক
পেন্ডুলাম দোলে
গড্ডলিকা প্রবাহ, কাটছে সময়।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় বাতি নিভে যায়
সুরটি কি কেটে গেল . .
নাহ্ ! শ্রাবণের এ নব বারিধারা
জীবনের নতুন বাঁক
মধ্যবয়সে এই আমি জেগে ওঠি
রোমাঞ্চিত একতারা, সুরের লহর
"মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী/ খোপায় দেব তারার ফুল. . "

রাণী, হৃদয়ে কেন এ বিরানভূমি !

স্পর্ধিত স্পর্শ

জীবন বাঁকে হঠাৎ তুমি অঘটনঘটনপটিয়সী
বদলে গিয়ে এখন আমি অথৈ জলে
পড়ন্তবেলায় রক্ত টগবগ, আবারো কি নওজোয়ান !
অতলেরও তল আছে, থাকে পাতালপুরী
ডুব সাঁতারে ডুবছি আমি, ডুবছি আমি, ডুবছি আমি
ডুবতে ডুবতেই করবো স্পর্শ তোমার মনের তল ।

ভালবাসার ভাপে

সময়ের সিড়িতে বদলে যাওয়া
আমার চুম্বন তাপে উচ্ছল নদী
রহস্যে রহস্য ঘেরা
নিহারিকা মন।

মেয়ে তুমি নারী আজ
নদীও বটে
আমি অথৈ জলে -
তবুও অদম্য স্বপ্ন, প্রতীতি আমার
ভালবাসার ভাপেই নারী
একদিন ছোঁব তোমার মন।

বিভ্রমে আবেগ অতীত

মাকড়শা জাল ছড়ায় বিভ্রম
শূন্যে আঁকা আবেগ অতীত -
মৌ মৌ কালিজিরা চাল ।
প্লাবনে প্লাবিত তুমি
আহ্ কি সুখ. . .
এমনটিই হয়
কে বলে ধুসর পৃথিবী তোমার !
সবুজের সমারোহে চারপাশ
বিশুষ্ক শীরিষ ফল ঝরায়
শ্রাবণের ধারা ।

আচমকা আত্মজা দেয় ডাক
ইউনির্ফমে কাঁধে ব্যাগ, পানির ফ্লাস্ক
ইস্কুল সময়।

এভাবে পেয়েও হারাও তুমি
আবেগ অতীত আরো একবার ।

দেহতত্ত্ব পাঠ

সময় করাত কাটে আয়ুরেখা
ধারণ করে জলবায়ু
বৃক্ষকান্ড লিখে চলে চক্রবৎ গাঁথা।

লন্ডন মিউজিয়ামে দেখা ফেরাউন মমি ফিসফিসিয়ে
শুনিয়েছে আমায়-
'বৃক্ষের মতো মানবদেহও ইতিহাস ছোঁয়া,
গুঢ়তত্ত্ব জানতে চাও পাঠ করো আমায়।'

ফেরাউন নই আমি
মাটির শরীর মাটিতে মিশে যাবে নিশ্চিত;
যদি পার এসো একবার শেষদিন,
লোবান-খুশবু শরীর পাঠ করো
শেষবারের মত-
জেনে যাবে অন্তহীন ভালোবাসায় এখনো
জড়িয়ে আছি আমি তোমায় ।

ডাকছি তোমায়

শুনছো না তুমি
হ্যা, ডাকছি তোমায়
ডেকেছি কি ঈশ্বর এমনি ভীষণ !
ডাকলে ঈশ্বর দ্রুতলয়ে সাড়া ।

বোঝো না তুমি?
হ্যা, চাচ্ছি তোমায়
চেয়েছি কি ঈশ্বর এমনি ভীষণ !
বান্দার চাওয়ায় ক্বলবে ঈশ্বর ।

ভাবো না তুমি?
হ্যা, ভালবাসি তোমায়
ভালবাসি কি ঈশ্বর এমনি ভীষণ !
ভিজে প্রেমে পরমেশ্বর আপন।

ঈশ্বরের অধিক ঈশ্বরী মানি
তবু নও অযৌন জড় -
বাঁধভাঙ্গা জোয়ার প্রবল
গাহনে তুমি আমি - হরিৎ স্বপ্ন
ভেসে সংস্কার সহসাই তুমি আমার ।

বৃদ্ধাঙ্গুলীতে আয়না পড়া

শরীরে শরীর একদিন
তুমি উধাও গচ্ছিত ছায়া
ছায়ায়ও উঠেছে জেগে ।

গোধুলীতে সুবহে সাদেক
টাইমমেশিন হটায় সময়
উল্টোরথে সহসা দুজন ।

বৃদ্ধাঙ্গুলীতে আয়না পড়া
দ্যাখো এসে - ছায়া হয় কায়া
কীসের নেশায় -
তীব্র ক্ষুধায় তুমি আমি।

আমিও আছি মজে মায়াজালে

অন্ধকারে কালো বিড়াল হাতড়ে বেড়াই
আইনস্টাইন মন কষে অংক- বুনে জাল অলগরিদম
অর্জুন নিশানায় শেষটায় পড়ে ধরা অসহায় বিড়াল ।

সিজোফ্রেনিক নয় মেঘ মন
তবু উদাস এলোমেলো- ছেয়ে যায় শরৎ আকাশ
আবহাওয়া বিজ্ঞান জানে তত্ত্ব ।

তিলে তিলে তিলোত্তমা
দুচোখে তৃপ্ত নয়, খোলে ইন্দ্র হাজার চোখ
রূপসুরা পানে হয়ে ওঠে সে রসময়।

তৃতীয় চোখে আমিও দেখি তোমায়
জ্বালায়ে হাজার হ্যাজাক বাতি
খুঁজি তোমার ' দেবা ন জানন্তি' মন অতল।

বিমূর্ত গণিত মন তোমার
অব্যাখ্যাত হয়েই আছো তো বেশ -
আমিও আছি মজে মায়াজালে ।

নষ্টালজিয়ায় কিশোরীর মুখ

পেছন ফিরে দ্যাখ্ তুই
কতোটা ক্রোশ পেরিয়ে এসেছিস-
পড়ন্ত বিকেলের মাহেন্দ্রক্ষণে পেছন ফিরে তাকা তো একবার . . .
স্মৃতির অর্গল খুললেই দেখবি
সোনালী শৈশব- শেয়াল ডাকা শিশু পল্লী
লৌহজং নদীর পার, ডুবুরী শুশুকের অর্নবচনীয় ম্যাজিক খেলা,
খরস্রোতে ভেসে যাওয়া পালতোলা নৌকা,
মুগ্ধ বালকের বিহ্বল দৃষ্টি-
কোথা যায় নৌকাগুলো, কোথা থেকেই বা আসে!

ভাবনার জোয়ারে কুয়াশা চাদর ঢাকা শীতের ভোর
স্নেহময়ী সেই বকুল বৃক্ষ,
বালক- বালিকাদের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্ব
কে যাবে আগে, কুড়োবে ঝরে পড়া ফুল-
মনে পড়ে তোর?
মেঠোপথে দল বেঁধে হাঁটাহাটি
সুযোগ পেলেই এক্কা- দোক্কা খেলা কিংবা
কানামাছি ভোঁ ভোঁ সেই দিনগুলোর কথা?

স্মৃতিপটে প্রতিভাস, অনুরণিত বারবার,
হৃদয় গহীনে জ্বলে ওঠা বিদ্যুৎপ্রভা -
এমন কিছুই কি নেই তোর মনে?
. . . নিজেকে ফাঁকি দিসনে আর
মনে পড়ছে না সেই কিশোরীর মুখ?
যার চোখের ঝিলিকে তোর যত সুখ
মায়াবী হাসিতে কুপোকাত তুই
আলতো ছোঁয়ায় বুক দুরুদুরু
বয়:সন্ধিতে তোর প্রথম শিহরন . . .
ভালবাসায় অম্লান আজো ভাস্বর সে
তোরই স্মৃতিকোষে তার স্থায়ী বসবাস-
মনে পড়ে, মনে পড়ছে সেই কিশোরীর মুখ?

এশিয়া- আফ্রিকার মানচিত্র

(প্রিয় বান্ধবী কৃষ্ণকলি ফ্লো বেলাকে)

আলোকোজ্জ্বল ঝলমলে এই দিন
রমণী বুকের লোভনীয়
কোমল উষ্ণ পরশ
সোয়ানসীর সমুদ্র সৈকত
জোয়ারের জল -- সোঁ সোঁ শব্দ
জানান দেয় অতল আটলান্টিক
মায়াবী মিলন মন্ত্র।

ফ্লো বেলা, মনে পড়ে?
তুমি আর আমি যখন মুখোমুখী
এশিয়া আর আফ্রিকার মানচিত্রে
দোল খায় স্বর্গের সুশীতল হাওয়া।

ফ্লো বেলা, মনে পড়ে?
একদিন গান্ধীভক্ত তুমি
এশিয়ার অজানা এই যুবক আমাকেই
দিয়েছিলে হৃদয় স্পর্শিত পুষ্পাঞ্জলি -
আর আমি?
স্মরণ করেছি মুক্তিদাতা মেন্ডেলার
পবিত্র সেই মুখোচ্ছবি।

সময়ের বৈরী স্রোত
সোয়ানসীর সমুদ্র সৈকত
জোয়ারের জল -- সোঁ সোঁ শব্দ
নিরবধি এখনো বয়
শুধু তুমি নেই .....
এশিয়া- আফ্রিকার মানচিত্র
যেন গনগনে খরা।

নিজস্ব সরোবর

আমার এক নিজস্ব সরোবর আছে
মানস সরোবরের বাড়া সে
সংগোপণে একান্তই সে আমার।

ভোগবাদি ঔরসে যাপিত জীবন
কর্পোরেট শৃঙ্খল- দলিত মনন
ইঁদুর দৌড়ে ক্লান্ত আমি
আমার ভেতরের আমি ওঠে গেয়ে
' মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে . . . '

হৃদয় তন্ত্রীতে ঢেউয়ের আওয়াজ-
সরোবর ডাকছে যে ডাগর চোখ তুলে
সহসাই দেই আমি ডুব -
পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে সে
শান্তি জলে শরীর জুড়ায়
জল হয়ে যায় হযরে আসওয়াদ-
শুষে নেয় বিষণ্নমাখা দুঃখবোধ
নিমেষেই হয়ে পড়ি অপাপবিদ্ধ দেবশিশু।

এভাবেই বারবার ...
দুঃখ শুষে নেয় সে
সংগোপনে একান্তই সে আমার।

ভালবাসার ঘ্রাণ

ভালবাসায় এক ধরণের ঘ্রাণ আছে
ঠিক বিমূর্ত নয় বরং মূর্ত-বিমূর্তের মাঝামাঝি
সুর রিয়েলিষ্টিক কি?

ছেলেবেলা কেটেছে অজপাড়া গায়ে
উঠোনে কামরাঙা গাছের পাশেই কামিনীবৃক্ষ
বৃক্ষটি নর কিংবা নারী - উদ্ভিদবিদরাই করুক গবেষণা
তবে নির্দ্বিধায় বলি আজ সে ছিল কামজ ভীষণ।
চৈতি হাওয়ায় মাতাল করা কামিনীর ঘ্রাণে
কিশোর বয়সে ছিলাম মাতোয়ারা।

নিঝুম রাতে তোমার শহরের মায়াবী হাওয়া চুপিচুপি
তোমাকে ছুঁয়ে বার্তা পাঠায়, জানায় তোমার কুশল
হাওয়ায় ওড়ে মৌ মৌ সফেদ কামিনীর ঘ্রাণ
মধ্যবয়সেও আমি মাতোয়ারা কিশোর আমির মত ।

এ কি শুধুই নষ্টালজিয়া নাকি ভালবাসার ঘ্রাণ?

ভালবাসায় এক ধরণের ঘ্রাণ আছে
ঠিক বিমূর্ত নয় বরং মূর্ত বিমূর্তের মাঝামাঝি
সুর রিয়েলিষ্টিক কি?

জাতিস্মর স্মৃতি জানে

ভুলে দাগ খতিয়ান
নতুন মানচিত্র প্লাবনোত্তর সময়
লক্ষণরেখা সীমানা কাঁটা
ভিন্ন প্লটে গল্প এগোয় তোমার আমার।

জাতিস্মর স্মৃতি খননে অতীত
বিষণ্ন বেহালায় মধু সুর
হাকিম চত্বরে মুখোমুখি ছুঁয়ে থাকা।

অভিনব অভিকর্ষে আমরা দুজন
চাঁদের টানে ফেনিল উত্তাল সাগর
অনুভবে প্রেমদেব সেই প্রথম -
উড়ে যায় ক্যাম্পাস পাখি কোথায় কে জানে!

ব্যবধান সময় দশ দশটি বছর
ভিন্ন মানচিত্রে তুমি আমি
একই ক্যাম্পাস বয়স ভার, কিছুটা কি ম্লান
সময় প্রলাপ আয়নায় বলিরেখা;
জাতিস্মর স্মৃতি জানে প্রথম পরশ
অনুভবে প্রেমদেব তোমার আমার।

গোপন প্রিয়া তুমি মরুদ্যান

মরুভূমি মরিচীকা
পরিশ্রান্ত কাফেলা খুঁজে মরুদ্যান।

দুঃখের পাটাতনে যাপিত জীবন
চলছে নিয়ত আনন্দ অভিনয়
স্ত্রী- পুত্র- কন্যা সম্পর্কসূত্র
শেষটায় শুধু মায়া- মরিচীকা।

মরিচীকার পিছে ছুটছে জীবন -
ব্যবসা- বানিজ্য, চাকরি- বাকরি
সহায় সম্পত্তি, খ্যাতি প্রতিপত্তি
হায় জীবন তবু যে অসার।

তবুও আশার চমক
গোপন প্রিয়া আমার হৃদয় গহীনে
শোনিতে অনুরণিত তার নিঃশ্বাস ধ্বনি
ভালবাসি, ভালবাসি ভালবাসি
গোলাপ- সুগন্ধী পরশ তার
আবেশিত দেহমন
সঙ্গমের অধিক সঙ্গম নিয়ত তার সাথে।

জানতে কি চাও কোন সে নারী হয়েছে আমাতে বিলীন?
না থাক...

গোপন প্রিয়া তুমি মরুদ্যান ।

ডাগর আঁখি জেগে ঘুমায়ে

গোমর জানে বিষণ্ন সময়
কীভাবে ক্লীশে সহসা ভালবাসা
মুঠোফোন শূন্য শীতল
বুকে লু, চাতক একাকী হাহাকার
শোনে কি ভজন বধির ঈশ্বর।

ওড়ায়ে ঝরাপাতা ঝড়োহাওয়া একদিন
ছুঁয়ে তোমায় বাতাস ফিসফিস
দাবদাহ বোশেখ বসন্ত বিহার
মধ্যবয়স মাতোয়ারা নিষিদ্ধ লোবান।
শুরু সেই থেকেই -
এক পেয়ালায় কফি পান ঠোঁটে ঠোঁট
গীতবিতান রোমান্স যাপন।

দিগন্তে বিদ্যুৎপ্রভা আশার ঝলক
ছুঁয়ে জ্যোছনার রং ভুলে কি বিবর্ণ জীবন
জোনাকী জ্বলে নেভে হয় কি ক্লীশে!
জানি আমি ডাগর আঁখি জেগে ঘুমায়ে ।

মধ্যাহ্নে জীবন পরীক্ষা

জীবন পরীক্ষার মুখোমুখী তুমি
নির্জন নিরালায় এ বিষণ্ন দুপুরে ।

দৃঢ় প্রত্যয়ে বার বার কড়া নাড়া
পায়রার পায়ে নীল খাম- প্রেমবার্তা
উপেক্ষায় বিবর্ণ ব্যথিত বাতাস।
তবুও নেপোলিয়ন প্রতীতি আমার
গাঢ় ভালবাসায় থাকে জাদু জোয়ার
বাঁধঘেরা পদ্মা শেষটায় সাগরেই ধায়;
সময়ের কালক্ষেপণে জাগবে একদিন
বোধের ভেতরের বোধ তোমার ।

যাপিত জীবনের গোলক ধাঁধা
মধ্যাহ্ন খরায় খরিত তুমি
সময়ের ঝাপটায় বুকে শূন্যতা
শংকিত তুমি অস্তাচল সূর্য কেড়ে নেয় সব
প্রেমছোঁয়া আবেগ আর মায়াবী স্বপ্ন যত।

মিথ্যে প্রপঞ্চে প্রিয়তমা তুমি নিঃসঙ্গ বড় একা -
ভালবাসা আজো যে জড়িয়ে তোমায় !

কান পেতে শুনো তুমি
বাতাসে ভাসছে সেই আবেগী কড়া নাড়া
নীলখামে প্রেমবার্তা সতি আনকোরা।

অস্তাচল সূর্য তো কেড়ে নেয় সব -
পারে না শুধু বিশুদ্ধ প্রেম আর প্রেমছোঁয়া স্বপ্ন তোমার আমার। ।

নারী বিষয়ক পদাবলী

১. মেয়েরা কেমন হয়?

আড়ি পেতে শুনা
চাবুক হাতে নীটশে, ' হেঃ হেঃ, যাচ্ছি মেয়েদের কাছে !'
' অদেয় কিছু নেই' , হাতে ধরা কাটা কান হাসে ভ্যানগগ
গুরুগম্ভীর কন্ঠ, ফ্রয়েডই বটে- ' মেয়েরা এমনই হয় ! '
কাঁপা গলায় গেয়ে ওঠে রসিক বুড়ো
' আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তোমারে করেছি রচনা' ।

কনফিউজড আমি, গাধা প্রশ্ন- মেয়েরা কেমন হয়?

২. ব্ল্যাকহোল মন

' নারী মন দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যা' - শাস্ত্রকথন
জড়িয়ে তনুদেহ চিনি রতিলীলা, চিনি কি তোমায়!

উপান্তে আমি সুড়ঙ্গে মায়া আলো-আধাঁরি
টানছে আমায় ভীষণভাবে -
ম্যাজিক তোমার ব্ল্যাকহোল মন।

৩. নারী মন

তর্জনী বৃদ্ধাংগুলী চেপে তোমার শিরা
ঢিপ ঢিপ ঢিপ
ধরেছি শরীরি নাড়ি-
শুনেছি তোমার হৃদস্পন্দন কতবার ।

শরীর জাগায় শরীর, জানে শরীর মানচিত্র
এভাবে কতদিন তুমি আমি।

স্বপ্ন ছিল মন ছুঁয়ে যাওয়া
ধরব মন নাড়ি-
মন জানবে মন মানচিত্র।

মন কি জানে মন !
বছরের পর বছর যায় তুমি আমি ।

কার্তিক কুয়াশাভোর রহস্য প্রান্তর
মায়া প্রহেলিকা কুজ্ঝটিকা আজো তোমার মন
শুধু কি নারী বলেই!

৪. নারী তুমি জাদু জানো

কুহেলিকা, প্রহেলিকা বুঝি না আমি
আমি বিজ্ঞান, গদ্য মানুষ
চাঁদে নামি নীল আর্মস্ট্রং হয়ে ।

মান, অভিমান জানি না আমি
কষ্টি পাথরে যুক্তি খুঁজি
আরুজ আলী মাতুব্বর অবয়বে।

শেষটায় হায় গোলক ধাঁধা -
নতজানু নীল আর্মস্ট্রং
যুক্তি ফেলে কুয়াশা কবিতা
লিখে চলছে মাতুব্বর

নারী, তোমারই জন্য ।

৫. কুহক নারী

স্বেচ্ছা নির্বাসন ফেলে নারী
পোড়ায়ে খোয়াবনামা আমি ধ্যানী ঋষি
অটোসাজেশনে সহসা বোধহীন ফসিল ।

চোখে ঠুলি তাজ্জিব তবু ঝরে জল
ঈশ্বর নিরূপায় ডরায় কুহক নারী ।

করতলে গোপন প্রেম

বিষণ্ন সানাই নিশি পাওয়া আমি
আবারো নদী লৌহজং ভাসাই কোশা
শীতে শীতল নদী মাঘী পূর্ণিমা
পাটাতনে অবশ আমি ভাবি আকাশকুসুম ।

ছলাৎ ছলাৎ ভাঙ্গে ঢেউ রূপালি আলো
বিম্বে বিম্বে চাঁদ তারা জল টলমল
মুখস্ত শরীর নদী আজ সে অলীক
কানাউলা ধরে বৈঠা আনমনা আমি।

আচমকা আলোকচ্ছটা লাগায় চমক
ছুটে আসছে চাঁদ একি আকাশ খসে !
নিমেষেই ঝলক ঝলক আমার কোশা
গলুইয়ে বসে চাঁদ ছড়ায় জ্যোছনা।

চন্দ্রাহত আজআমি খেয়ালের বশ
আলতো করে চাঁদ ছুঁই রেখে করতলে
ডাগর চোখে হাসি ঝরে নেশাতুর আমি
জ্যোছনামাখা ঠোঁট রাখে আমার ঠোঁটে।

সহসাই আবেশিত চাদঁশ্রীর রূপে
এ যে আমার ' শ্যামা বউ' প্রেম কসম!
শিহরণে শিহরিত আমি এখন
গোপন প্রেম খায় দোল বসে করতলে ।

হঠাৎ-ই হয়ে গেল

হয়ে গেল। হ্যা, হঠাৎ-ই হয়ে গেল।
পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা ছিল না কোনটাই
বিশ্বাস করো তুমি-

কে দায়ী, ভাবছো তুমি -
হয়তো বোশেখ হাওয়ায় মিঠেল দোলা
বৃষ্টিতে ভেজা তোলপাড় হৃদয়
মহাসেনের তেড়ে আসা খবর -
আর হ্যা, তোমার আলতো হাতের ছোঁয়া -
সব মিলিয়েই, সব মিলিয়েই
পদ্মায় ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ।

আমি তো জাত সাঁতারু . . .

তবু বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো তুমি -
পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা ছিল না কোনটাই।

মেয়ে, তুমি কি আমার কৃষাণী হবে?

চারপাশে ইমিটেশন ঢেউ
উলালা, উলালায় আলোর নাচন, গলে ডিস্কো
' লাভ ইউ ডিয়ার' , মোবাইল এসএমএস
লং ড্রাইভ, রোমান্স, ক্যান্ডেল লাইট ডিনার . .
ব্লুফিল্ম, সিডিউসিং, সেক্স -

' ওহ্! শীট- এ স্ট্যেডি রিলেশনশীপ! ম্যারেজ ! !
কাম' ন বয়, আর ইউ ফ্রম ইউর ড্যাড' স জেনারেশনস !
দ্যান, প্লীজ গেট ইউর ওউন ওয়ে -'

ঢের হয়েছে। নেশা কেটে গেছে। এবার খোলস ছাড়ার পালা।

জিনকোষে এখনো সতেজ মা ও মাটি -
আমার ভেতরের কৃষক দেখে স্বপ্ন
অহর্নিশ শুনে রেশমি চুড়ির রিনিঝিনি।

বেলাশেষে কৃষক ফিরে যায় ঘরে-
নথনাড়া কৃষাণীর চোখে মায়া ঝলক
বিকেলের মিঠেরোদ, সজনে গাছের তলায়
মুখোমুখি দুজন -
মাচায় লতানো লাউগাছ দোলে উঠে
হাওয়া ছড়ায় ওদের প্রেমকাহন।

মেয়ে, তুমি কি আমার কৃষাণী হবে?

দেহদেয়াল

ফ্রেমে বাঁধা মধু সময়
দেহ ঝরায় দেহ জ্যোছনা
নিঃসঙ্গ চাঁদের বিষণ্ন হাহাকার স্মৃতির জাবরে
কাটে সাঁতার।
বলছো তুমি ভালবাসা !

ভালবাসবে? তবে কাছে এসো-
রূহ চিনুক রূহের অবয়ব
কিউপিডের বাঁশী বাজায় বাদ্যি -
' আমিই তুমি, তুমিই আমি'
ভেংগে যাক সব দেহদেয়াল।

আমার সাথে আড়ি নিলে

আমার সাথে আড়ি নিয়ে
তুমি হবে মৌনব্রতী, করবে ব্লক মোবাইল, ফেইসবুক;
মুখোমুখী হলে ব্যাদান মুখে চড়বে উল্টোরথে
ভাবতেই মস্তিস্কের কোষে কোষে অনুরণিত হয় অশনি সংকেত।

আমার সাথে আড়ি নিলে
বসরার গোলাপ ছড়াবে না আর ফুলেল সৌরভ
পাখীরা থমকে যাবে, করবে না কিচির মিচির
প্রজাপতি মেলবে না তার রঙীন ডানা
ফুলবাগান হয়ে পড়বে নিরেট ইমিটেশন স্তুপ।

আমার সাথে আড়ি নিলে
মোনালিসার হাসি যাবে উবে
পটুয়া শিল্পী ভুলে যাবে রং-তুলির মগ্নচৈতন্য খেলা
আনকোরা ক্যানভাস হয়ে পড়বে ধু ধু মরুভূমি।

আমার সাথে আড়ি নিলে
শব্দের পর শব্দ দিয়ে হবে না নির্মিত
কবিতার শিল্পিত অবয়ব
ছন্দের বারান্দায় হোঁচট খেয়ে কবি হারাবে ছন্দের আকর
ভুল চিত্রকল্পে কবিতা হয়ে পড়বে নষ্ট পাটিগণিত।

আমার সাথে আড়ি নিলে
আহ্নিক-গতি, বার্ষিক-গতির হিসেব ভুল করে
পৃথিবী ঘটাবে নতুন বিগ-ব্যান
শুরু হবে মহাবিপর্যয়
বেজে ওঠবে ইস্রাফিলের মহা হুংকার।

আমার সাথে আড়ি নিলে
তোমার অস্তিত্বের ভূভাগে ধরবে ফাটল
ভুলে যাবে গুনগুন করতে গীতবিতানের মুখস্ত হওয়া গান;

মনছোঁয়া কবিতা, উপন্যাস ছুড়ে ফেলে
ভাববে শুধু আমারই কথা।

তবুও কি আড়ি নেবে আমার সাথে?

অতঃপর কোথায় পালাবে তুমি?

ঈশ্বরের শপথ
প্রত্যয়ী পুরুষ আমি
আমার ভালোবাসার অব্যর্থ বাণে
বিদ্ধ তোমাকে হতেই হবে।

অতঃপর কোথায় পালাবে তুমি?
মৈনাক শিখরে? এভারেষ্ট শৃঙ্গে?
অবুঝ নারী, তুমি কি জানো না
মহাকাশ ফুড়ে গর্বিত, উদ্ধত ভালোবাসা জানে
নিমেষেই এভারেস্টের দর্প চূর্ণ করতে।

অতঃপর কোথায় পালাবে তুমি?
মহাসাগরের অতল তলে?
অবোধ নারী, পাতালপুরী কি
হৃদয়ের চেয়েও গভীরতর?
হৃদয়ের অতল তলেই তো
ভালোবাসা খুজেঁ নেবে তোমার অস্তিত্বের ভূ-ভাগ।

অতঃপর কোথায় পালাবে তুমি?
নীলিমা ছাড়িয়ে অনন্ত দূরে?
প্রেমবতী নারী তুমি কি জানো না
ভালোবাসার অসীম গতিতত্ব-
আলোত্তীর্ণ ছন্দে ভালোবাসার
মায়াবী স্পর্শে স্পর্শিত তো
তোমাকে হতেই হবে।

অতঃপর কোথায় পালাবে তুমি?
মর্ত্যলোকের মায়া ছেড়ে সেই রহস্যলোকে?
অভিমানী, তুমি কি জানো না
আমার ভালোবাসার সঞ্জীবনী সুধায়

অব্যয় অক্ষয় তুমি-
অশরীরি তোমার হৃদও স্পন্দিত হবে
ভালোবাসার তীক্ষ্ন মন্ত্রোচ্চারণে।

অতঃপর কোথায় পালাবে তুমি?

ভালবাসি, নির্বাণ প্রত্যাশায়

' নিষ্কাম কর্মযোগই হোক ভবিতব্য,
ফলের প্রত্যাশা করো না'
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন সারথী শ্রী কৃষ্ণের হিতোপদেশ-
এ কথা অনেকেরই জানা।

রক্তে-মাংসে গড়া তুচ্ছ মানব আমি
দেবাসুরের মিশেল রক্ত শরীরে আমার;
শাস্ত্রবাণী অলঙ্ঘনীয়- প্রায়শঃই মানি না
নিষ্কাম কর্মে নেই আস্থা,
সীমায়িত জীবন খুজেঁ হাতেনাতে কর্মফল।

এই যে আমি তোমায় ভালবাসি-
ভালবাসা কি কর্ম নয়?
নিস্ফলা ভালাবাসায় তৃপ্ত নয় মন
প্রতিদান চায়, খুজেঁ নির্বাণ।
আমার ভালবাসার সুতীক্ষ্ণ বাণে
আলোড়িত তুমি, তোমার মন-
আমি দেখে যেতে চাই।

পরম মমতায় রাধা ধারণ করে কৃষ্ণকে
অতঃপর তুমিও ধারণ করবে আমায় -
এভাবেই হতে হবে ভালবাসার নির্বাণ।

আমি মানব, নিষ্কাম কর্মে মোহ নেই আমার।

যুগল পথের দিশা

জ্যোৎস্নাস্নাত নারী, সমুদ্র উত্থিত ভেনাস প্রতিমা
হাতছানিতে চন্দ্রাহত আমি।

' পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'
উদ্বেলিত নারীর প্রশ্নবাণ।
সচকিত আমি পৃথিবীর পথিক -- গন্তব্য অজানা।
প্রশ্নের বিপরীতে প্রশ্ন আমার:
' সুভদ্রে, তুমি কি দিতে পার পথের দিশা?'
ঠোঁটের কোণে মোনালিসা হাসি, সুললিত কন্ঠে দীপ্র আহ্বান:
' তবে অইসো, অবগাহন কর . .
তোমাতে ধারণ কর আমায়, ভক্ত যেমনটি করে ঈশ্বরকে। '

অতঃপর হয় নির্বাণ
খুঁজে পাই যুগল পথের দিশা।

ভালবাসার কান্না

কবর নিস্তব্ধ নিঝুম রাত
ইথারে মায়াবী জ্যোছনায় কান পেতে রই . .
বাতাসে ভেসে আসে আবেগী শীৎকার
তোমার অলীক স্পর্শে আবেশিত আমি।

তুমি আবর্তিত ভিন্ন কক্ষপথে
হয়েছো উপগ্রহ অন্য কোন গ্রহের
তবুও কেন মায়াজাল- ইথারে মায়াবী জ্যোছনা
বাতাসে ভাসা আবেগী শীৎকার!

তোমার অলীক স্পর্শে আলোড়িত আমি
. . . তুমিও কি নও?
চাঁদ কি হয় কক্ষচ্যুত পৃথিবী গ্রহের!

নিয়তি আমাদের ভালবাসার কান্না।

বাৎসায়ানে রাতের আঁধার

নৈশব্দ শুনায় সুরের ঝংকার
অশরীরি দেহবল্লরী - কামরেণু
অমাবশ্যায় চাদঁশ্রী, মহুয়ার নেশা ।

ভিন শহরে তোমার বাস
সাতপাকে বাঁধা অন্য গৃহকোণে
বাৎসায়ানে রাতের আঁধার
আমার বিছানা ধু ধু ফাঁকা ।

পাখির ডানায় ভর দিয়ে অশরীরি তুমি
শূন্য ঘর পূর্ণ হয় রাতের গভীরে
শরীরি স্পর্শ, সুরের লহরী
স্তব্ধতার বুক চিড়ে মাতঙ্গী মাতন ।

ঈর্ষান্বিত অজন্তা-ইলোরা গুহাচিত্র
যুগলবন্দী আমরা দুজন রাধা-কৃষ্ণ অবয়ব
বাৎসায়ানে রাতের আঁধার
মায়াবী বিছানা আমার।

বটবৃক্ষ প্রেম

যেতে বললেই কি যাওয়া যায় !
বৃক্ষ ছড়িয়েছে ঝুরি হৃদয় প্রান্তর
চিনেছে ভূমিরস জড়িয়ে তোমায় ।

বাছুর প্রেম আসে আর যায়
একদিন ঝাপসা অতীত -

বটবৃক্ষ প্রেম শেকড়ে গভীর
দূর্বার নেশায় স্থায়ী অন্তরা
প্রত্যয় ভূমিমায়া কামে আর বোধে।

ভূমি উপড়াও তো বটবৃক্ষ তোমার !

উল্লোল বাতাসে গোপন প্রেম

প্রেমবিভূতি চোখেমুখে অম্লান আজো
সাজাও নিভৃত বাসর অন্তরে তোমার
সভ্যতার জনারণ্যে নেই তার ঠাঁই
কি দ্বিধায় আজ সে দন্ডিত প্রেমিক।

বিভ্রমে আছ তুমি প্রেম বুকে নারী
স্বয়ম্ভু গাঢ় প্রেম থাকে কি গোপন!
কৃষ্ণবাঁশি আনমনা পোড়ে রাধামন
উল্লোল বাতাস জানে ওড়ায় খবর ।

ময়ূর পেখম মেলে শ্রাবণ মেঘে
কেমনে সে রাখে তা সংগোপনে।

জাদু জুয়েল আইচ কবিতা

জাদু জুয়েল আইচ কবিতা আমার
করছে রে ইন্দ্রজাল
লাগ ভেল্কি লাগ . . .
দেখ রে এবার ছোঁয়াছুঁয়ি খেল

লাগ ভেল্কি লাগ . . .
জাদু জুয়েল আইচ কবিতা আমার
ছুঁচ্ছে যে মন

লাগ ভেল্কি লাগ . . .
জাদু জুয়েল আইচ কবিতা আমার
মনটা আমার, ছুঁচ্ছে যে তোমার

লাগ ভেল্কি লাগ . . .
জাদু জুয়েল আইচ কবিতা আমার
মনটা তোমার, ছুঁচ্ছে যে আমার

লাগ ভেল্কি লাগ . . .
জাদু জুয়েল আইচ কবিতা আমার
হাওয়ার উড়ছো গো তুমি নারী

লাগ ভেল্কি লাগ . . .
জাদু জুয়েল আইচ কবিতা আমার
মায়াবলে ধরছি রে তোমায় আমি

লাগ ভেল্কি লাগ . . .
লাগ ভেল্কি লাগ . . .
লাগ ভেল্কি লাগ . . . ।

ক্রিয়াপদে ভালবাসা

ভাগ্য কদাচিৎ জীবন স্বপ্ন
ভগবান হয় কি মুটে অভাজন আমি
তলোয়ারে ভাগ্যরেখা নেপোলিয়ন জয়ী ।

নিস্ফলা তুফান হৃদয় তোলপাড়
বিষণ্ন পাখি বসে ডালে একাকী ।

বলো তো ভালবাসা কি?
শুধুই কি আবেগ দোলাচল মন !
বিশেষ্য, বিশেষণ নয় ভালবাসা
শ্রেয়সী এসো ক্রিয়াপদে ভালবাসি
শরাহত ভগবান হয়ে পড়ুক ঈর্ষাকাতর।

রিফুউজ করবে আমায়, কিভাবে ?

উড়িয়েছি আমি হৃদয় সত্য
' ভালোবাসি, হ্যা তোমাকেই
তোমাকেই ভালবাসি' -
ঈশ্বরের বাণীর চেয়েও অবিনাশী
ইথার বয়ে বেড়ায় উচ্চারণ
রিফুউজ করবে আমায়, কিভাবে করবে?

কান পেতে শুনো বলছি আমি
' ভালোবাসি, হ্যা তোমাকেই
তোমাকেই ভালবাসি' -
নদীর ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ
বসন্ত বাতাস ছুঁয়েছে তোমায়
রিফুউজ করবে আমায়, কিভাবে করবে?

যাবো হারিয়ে অনন্তের ডাকে
লোবানের মিষ্টিঘ্রাণেও থাকবো আমি
' ভালোবাসি, হ্যা তোমাকেই
তোমাকেই ভালবাসি' -
চন্দ্রবিন্দু হয়েও জড়াবো তোমায়
রিফুউজ করবে আমায়, কিভাবে করবে?

ভালবাসার দশ অনুভব

এক. ভালবাসো, কতোটুকু ?

ভালবাসো, কতোটুকু ?
জানো কি তুমি মারফতি চমক !
দেখেছো কখোনো বিন্দুতে সিন্ধু
বোধের গভীরে বোধ ।
চিনেছো কি ভালবাসার রঙ
সব রঙ মিশে হয় পবিত্র সাদা
সুখ- দুঃখ করে জড়াজড়ি ।

মেঘে মেঘে বাড়ে বেলা
ভালবাসা বাড়ায় ভালবাসা ।
এখনো আড়ষ্ট কেন জিহ্বা
বলছো না কেন ' আনাল হক' -
আমিই তুমি, তুমিই আমি ।

মৈথুনে হংসবলাকা জানে সত্য
এসো হয়ে যাই বিলীন তুমি আমি
দেহ অঋ মনে ।
- -

দুই. তাকাও তৃতীয় চোখে

কি দেখছো অমন করে?
খুঁজছো কি ভালোবাসা !

বন্ধ করো জৈব চোখজোড়া
তাকাও তৃতীয় চোখে
দেখ এবার, করো অনুভব-
কী দ্রুতই না বাড়ছে ভালোবাসার পারা ।

তিন. অভিমান রেখা

কীরো হয়ে দেখেছি তোমার করতল
আয়ুরেখার চেয়েও দীর্ঘ্য যে তোমার অভিমান রেখা !

গহীন হৃদয়ে কেন পোড়াও গোপন অলংকার
মেয়ে, বাঙ্ময় করো তো তোমার নীরব অভিমান -
জানো না তুমি লোকান্তরে পুড়ছি আমি দাবানলে ! !

চার. পুরুষ চোখে

নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক চোখে নয়
পুরুষ আমি দেখছি তোমায় -

আনমনা চাঁদ ছড়ায় জ্যোছনা
বুঝে কি সে চন্দ্রাহতের ব্যথা !

দোহাই মেয়ে, ওভাবে আর পেখম মেলো না ।

পাঁচ. যদি ভাল না বাসো

যদি না বাসো ভালো
কি আর করা -
সে তো তোমার অধিকার ।

উপড়ে ফেলে হৃদয় আমার
হয়ে যাব জড় পাথর -
এ যে আমার অধিকার।

ছয়. এসো ঝেড়ে ফেলি ইগো

এসো মেয়ে ঝেড়ে ফেলি ইগো
প্লাবনে প্লাবনে যাক ভেসে অহংকারী ' আমি'
সাগর সঙ্গমে নদী উত্তাল ঢেউ জানে না ইগো ।

ভালবাসা বলুক সত্য- আমি তুমি কি আলাদা?

সাত. পাসওয়ার্ড

প্রজ্জ্বল শুধুই ইউজার নেইম
স্মৃতিতে বিলীন পাসওয়ার্ড
অসহায় আমি বিষণ্ন সুর
খুলবো কী করে মন অর্গল!

প্লীজ, প্লীজ, প্লীজ মেয়ে
করো জেনারেট নিউ পাসওয়ার্ড
এখনো গোপন অন্তহীন মেসেজ
জানে মন তোমার আমার।

আট. হবো আমি অন্তঃসত্তা

পুরুষ আমি করি না ভন্ডামী
ভালবাসায় খুঁজি পেলব শরীর
চৈতন্য শপথে তবু প্রেমিক
পূর্বরাগে চাই মন -
মনের ভেতরে মন নিয়ে তোমার
হবো আমি অন্তঃসত্তা

নয়. স্পর্শিত প্লেটোনিক

বললে তুমি প্লেটোনিক ভালবাসা
গাহন করবে আমায়
স্পর্শহীন এ কেমন ভালবাসা!

এর চেয়ে হয়ে যাব
অযৌন জড় বক্ষবন্ধনী তোমার
স্পর্শিত স্পর্শে থাকব নিয়ত।

দশ. বেজে উঠবে কি শরীর রীড

সুরের মূর্ছনা শুষে নিটোল হয় শীত
ঝিলপাড়ে জোড়া পাখী
প্রগাঢ় ভালবাসায় ফেনিল কূজন ।

উদারা, মুদারা, তারা -
বেজে উঠবে কি আজ শরীর রীড !

প্রতারক সময়ে আমরা দুজন

নদীতে তুলেছি ঢেউ একদিন আমি
প্লাবনে উতলা তুমি করেছো গাহন
সবুজগুল্মে ঢেকে গেছে শরীর তোমার
হরিষে বিষাদ আজ তা বায়োস্কোপ স্মৃতি ।

হারানো সুরে কাঁদে শিরীষের পাতা
বিভ্রমে নদী আজ কাতর ভীষণ
আরবার ফিরে চায় আবেগী গাহন।

নদী, তুমি জান না প্রতারক সময়
নিয়ে যায় সবকিছু শরীর- মনন
পাবে কোথা প্রথম ছোঁয়া, সেই শিহরন
সময়ের কশাঘাতে আজ আমরা দুজন।

অতঃপর তুমি আমি

আচমকা অবেলায় অঘটন ঘটন
ইমোশন ভারী, ব্রেইন প্লাটু বুঝি নিম্নগামী
হারিয়ে লজিক সক্রেটিস একচোখা
শুধু তোমাকেই ভাবে।

পড়ন্তবেলা তবু দ্বিপ্রহর তেজ
জেগে ওঠে ত্যাদর যুবক ভেতর আমার
লক্ষ্যভেদী অর্জুন ধনু ভীষণ জেদী
বৃথাই শাস্ত্রত্রাস রক্তচক্ষু বিধি সমাজ
ভালবাসায় হেমলক পাঁচন অমৃত আমি ।

আকাশ ছোঁয়া প্রেম বসন্ত বাতাস
প্লাবনে প্লাবিত আমার তুমি
সিডরে ভেংগে যায় প্রস্তর প্রাচীর
ভালবাসায় শিথিল কলেমা কবচ।

অতঃপর তুমি আমি অমৃতলোকে।

সত্য জানে মন

সাদরে বরণ করেছিলে একদিন শরীরে মিশে
সহসাই কি যাই ভুলে !
বিভ্রমেও প্রোজ্জ্বল গোপন স্মৃতি ।

অঙ্গুরী, সনদ বাহ্য শুধু
হটে মোল্লা-পুরুত জপমালা
সঙ্গগুণে ভাসে শিলা।

খুঁজছো মুক্তি -
সে কি মোহ শরীর বোধে !
সত্য জানে নারী তোমার মন ।

থাকব আমি রোমিও হয়েই

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ
ওড়ায়ে স্বপ্ন ফানুস
জীবন টনিক।

উজান স্রোতে সাঁতার কাটা
নিকুচি করি ভাগ্যরেখা !
প্রলেতারিয়েত কী হারায় বলো?

পেয়েছো বর্ণিল হাতছানি
নাইবা হলে জুলিয়েট আমার
থাকব আমি রোমিও হয়েই।

পরস্ত্রী

স্বপ্ন বিভোর ইজেল
প্রেম ছোঁয়া রঙতুলি
ক্যানভাস ধু ধু -
স্টুডিওতে একা
শূন্যে চাঁদশ্রী মায়া মুখ
তিল তিল তিলোত্তমা -

আচমকা কাঁচভাংগা
ইথারে অলৌকিক
' তোমার ভাবনায় নিয়ত আমি
আমি যে তোমার! '
মূহূর্তই নিশ্চুপ নিথর সময় ।

এ যে ঘোর.. নেশায় কি আমি !
খেয়েছি কি ইয়াবা ! !
কে সে... কে সে... কে সে...
নয় তো রহস্য নারী কল্পিত বনলতা
ক্যানভাসে ক্রমশ: ভেসে ওঠো তুমি
এ যে পরস্ত্রী ! আমি কি ভালবাসি! !

শ্রেয়সী এসে বলে যাও

রেডওয়াইন, হোয়াইট ওয়াইন
ভদকা, রাম, ব্রান্ডি থরে থরে
নেশা আমার ভদকা এন্ড রেড ওয়াইন
সাথে অকাতর ভালবাসা মেশাও তুমি
অমৃত ককটেল বিভোর দুজন ।

এখনো সেই পাব জৌলস বার
অর্ডারে আমি প্রিয় ককটেল
মেশায় কি ভালবাসা নতুন ডেট
শ্রেয়সী এসে বলে যাও বিস্বাদ কেন জিভ।

পরিপাটি বিছানা অপেক্ষা শুধু
জেগে ওঠে তোমার পরশ
ঘুমে নির্ঘুমে আমরা দুজন
বসন্ত বাতাস খায় দোল ।

এখনো সেই বিছানা অপেক্ষা শুধু
জাগায় কি আর নতুন ডেট
বিছানায় রাতজাগা আমি ছটফট
শ্রেয়সী এসে বলে যাও কেন নির্ঘুম চোখ।

রাত নির্জন ' নিষিদ্ধ' নেশা
ঝলকে ঝরাও চমক জ্যোছনা
স্পর্শে স্পর্শে নব কলতান
শীর্ষসুখে আমি তুমি ।

এখনো রাত সেই নির্জন ' নিষিদ্ধ নেশা
ঝরায় কি জ্যোছনা নতুন ডেট
স্পর্শ যে বড়ই ক্লিশে
বিরস সময় একঘেয়ে জীবন
শ্রেয়সী এসে বলে যাও সহবাস কেন কটা।

কেন পাঠাও ভগ্নদূত?

হৃদয় পোড়োবাড়ি
ভুত- প্রেতের অভয়াশ্রম
এখন আমি ।

একদিন তুমি
হৃদয় সুখ শের- শায়েরী
মেহেদির গজল
সঙ্গম যুগল দেহমন
অমৃত নেশা বারবার।

সেলুলয়েডে নতুন ফ্রেম
দৃশ্যপটে উধাও আজ
নতুনবৃত্তে আনন্দধাম তোমার
ভুলো, ভুলো, ভুলো পিছুটান।

কেন পাঠাও ভগ্নদূত জানতে কুশল?

আমলনামা হোক চাঁদমুখ

স্মৃতি হয়ে সহসাই একদিন আমি
বেশী কি দেরী !
চৌকাঠ পেরুলেই প্রস্তুত গাড়ি
থোড়াই কেয়ার, ইচ্ছে অনিচ্ছে -
যাব কোথায়? আদৌ কি যাব?
শুধুই শাস্ত্রবচন অন্য জীবন
সত্য জানে ধ্রুবতারা
শূন্যে বিলীন একদিন এই আমি ।

ছিঃ, শ্রেয়সী কাদঁছো কেনো !
প্রেম কসম আমার -
অম্লান ঝরাও জ্যোছনা
দিন শেষ আলাপন - খোশমনে আল বিদা
আমার আমলনামা হোক চাঁদমুখ।

সুখী মুখোশে বিচ্ছিন্ন দুজন

সেই কবে থেকে
অতৃপ্তআত্মা কাঁধে পথ চলছি আমরা দুজন ।

অদৃশ্য দেয়াল, কাঁটাতারের অধিক
উইপোকা খেয়ে যায় শখের পালংক
তোমার আমার।

তবু চারপাশ সুখী কাফেলা
সুখী মুখোশে বিচ্ছিন্ন দুজন
সুখ সুখ খেলা -
ধার করে চাঁদ বিলোয় জ্যোছনা
বুকে কষ্টের দাগ নিয়ে -
কলংক যাকে বলে লোকে ।

জেগে ওঠা বজ্রপ্রেম

ছড়াচ্ছো তো বেশ উপেক্ষা ফোয়ারা
ভিজি কি আমি বেহায়া বেলাজ
টানছো যে তুমি ভীষণভাবে
মার্ক্সের মাথায় হাত রাখে ঈশ্বর
সাধ্যি কি আছে হটাও তারে !

পড়ন্তবেলা যুবক বড়ই নাছোড়
মিছেই সব হিসেব নিকেশ
মনসা রক্ত টগবগ প্রেমে সঘন
নিস্পৃহ তুমি আর কতকাল?
পুরুষ আমি জেগে ওঠা বজ্রপ্রেম
ভাঙ্গবো আজ বরফ পাথর।

ঈশ্বর ছোঁয়া

বিশ্বাস আকরে রসময়
হাতের মুঠোয় অধরা
ভাবসমাধিতে পরমহংস-
স্পর্শপূলকে জীবাত্মা
বাড়ায় হাত পরমাত্মা ।

সংশয়ী আমি - তবুও মানব
আমারো হয় ভাবসমাধি -
ডুব সাগরে ডুব দেই আমি
নিজেকে হারায়ে খুঁজছি আমি, খুঁজছি আমি
ঘোরের মাঝে এ কিসের ঝলক !
ওমা, এ যে শ্রেয়সী তোমার বিভা ! !

বাড়াও তো হাত আমি ঈশ্বর ছোঁব ।

অগস্ত্যযাত্রায় যায় কি সবটুকু

আসা আর যাওয়া
অগস্ত্য যাত্রায় ফুরায় পথ
ওড়ায়ে ছাই খসে পড়া উল্কা-
চিরন্তন কথকতা।
তবু থাকে গল্প তোমার আমার
অবেলায় ক্ষরিত হৃদয় নাড়ে কড়া
খুলে দরোজা দাঁড়ায়ে তুমি
ত্রিতালে কথক আনন্দ মুদ্রা
পড়ন্ত বেলায় আলোর ঝলক
উপড়ায়ে কাঁটাতার পান্থজন সখা
পূর্বরাগে অনুরাগ
লুকোচুরি আসা যাওয়া।
গল্প কি শেষ হয় একদিন
শুধুই যাওয়া !
বেলাভূমি ধু ধু প্লাবন স্মৃতি -
বললেই কি যাওয়া যায় !
যাবে কি করে তোমার ভেতরের আমি
কিংবা আমার ভেতরের তুমি।
অগস্ত্যযাত্রায় যায় কি সবটুকু !

নারীমন

তর্জনী বৃদ্ধাংগুলী চেপে তোমার শিরা
ঢিপ ঢিপ ঢিপ
ধরেছি শরীরি নাড়ি-
শুনেছি তোমার হৃদস্পন্দন কতবার ।

শরীর জাগায় শরীর, জানে শরীর মানচিত্র
এভাবে কতদিন তুমি আমি।

স্বপ্ন ছিল মন ছুঁয়ে যাওয়া
ধরব মন নাড়ি-
মন জানবে মন মানচিত্র।

মন কি জানে মন !
বছরের পর বছর যায় তুমি আমি ।

কার্তিক কুয়াশাভোর রহস্য প্রান্তর
মায়া প্রহেলিকা কুজ্ঝটিকা আজো তোমার মন
শুধু কি নারী বলেই!

আমি তো আছি তোমার পাশে

ডুব দিয়ে ডাগর আঁখি জেনেছি আমি
নিঃসঙ্গ চাঁদ সেদিন কেন ঝরিয়েছে বেদনার নীল জ্যোছনা
ক্ষরণে ক্ষরিত তুমি বরফ অশ্রু- বিষন্নমাখা দুঃখরাশি রাশি
সময়ের হেরফেরে নিয়তি হুকুম ।

বিমর্ষ চাঁদ একা কাঁদে
মেয়ে, আমি তো আছি তোমার পাশে নীলকন্ঠ হয়ে।

এখনো কি বুঝি!

এখনো প্রখর শৈশব স্মৃতি
ওয়ালে ঝোলানো বাবার ফেল্ট ক্যাপ ক্বদাচিৎ দেখেছি মাথায়
শিশুভাবনায় আল্লাহর ক্যাপ কল্পনায় দেখি তাঁহার মুখ ।
বয়স সাকোঁতে ঋদ্ধ আজ তবুও কি চিনি আল্লাহ !

এখনো স্মৃতিকোষ রোমাঞ্চ মধু
গোপনে পাঠানো কাঁচা হাতে লেখা ভীষণ আবেগী চিঠি
সেই তো প্রথম স্বাদ মিঠেকড়া ভালবাসা বলে মন ভালবাসি
স্রোতে ভেসে বহুদূর আজতবুও কি জানি ভালবাসা !

এখনো হৃদয় রিনিঝিনি নুপুর
আবেগে থরথর কিশোর কিশোরী লুকিয়ে বসে চিলেকোঠায়
সেই তো প্রথম শরীরি মায়া ঠোঁটে ঠোঁট রাখা বলে শরীর পেয়ে গেছি
সময় চাবুকে পালায় যৌবন তবুও কি বুঝি দেহসাধন !

বদলে গ্যাছো তুমি

বদলে গ্যাছো তুমি
বড়ই ক্লিশে ইদানিং ।

ক্ষয়িষ্ণু আয়ুরেখার অসহায় চোখ
দ্যাখে ঘুণপোকার কারুকাজ
জোনাকী ছড়ায় ম্রিয়মান আলো ।

তবু তরতাজা স্মৃতি
দ্যায় সুখ -
স্বপ্ন নভোযানে বসন্ত বাসর
সলাজ চকিত চাহনী তোমার।

দূরে অথচ কাছে

তাশ- পাশা খেলা নয়
এ যে নিয়তি - নিয়তিই ঠেলে দেয় দূরে
দূর থেকে দুরে সময়ের বৈরী স্রোতে।

জাগতিক চোখে দু' ভুবনে বাস
তবুও দেখ কত কাছাকাছি
শুনতে পাই হৃদয়স্পন্দন
বোধে আসে শরীরি উত্তাপ।

দূরে থেকেও কত কাছাকাছি এই আমরা আজ।

কাছে অথচ দূরে

কত কাছাকাছি এই যে আমরা
হাত বাড়ালেই স্পর্শসুখ . . .
শিহরিত দেহ, কামজ মন্ত্র
জীবাত্মা- পরমাত্মা মিলন মেলা।

সময় বিম্বে প্রশ্ন জাগে
আসলে কি তাই?
তুমি আমি ভিন্ন সত্তা
হৃদয় কি হৃদয় চেনে !

একই বিছানায় মথিত আমরা
শেষটায় অধরা তুমি
আমি লক্ষযোজন দূরে।

পুলসিরাত পার হবে

মননে তোমার কাঁটাতার বেড়া
সমাজ, সংস্কার শাস্ত্রের দোহাই ।

সময়ের উড়ালসেতু যাপিত জীবন
আনমনে এলোমেলো তাল, লয়, সুর ;
রেল গাড়ি ঝমাঝম, পা পিছলে আলুর দম
আহ্ .. সেতু যে বড্ড টলোমলো
একেই কি বলে পুলসিরাত !

মননে তোমার কাঁটাতার বেড়া
নারী তুমি আছো কি সুখে ?

পুলসিরাত পার হবে?
এসো, তবে কাছে এসো ...
হট যাও সমাজ সংস্কার আর শাস্ত্রবাণী!

পুলসিরাত পার হবে?
এসো তবে কাছে এসো ...
জ্যোছনা মাখা রাতে চাঁদ নিয়ে করি খেলা
সুবহে সাদেকের আগে।

প্রজাপতি মন ও ফুলের সৌরভ

পড়ন্ত বিকেলের রেশ
আছরের নামাজ পড়ে পরম মমতায় ভাঁজ করেন জায়নামাজ
হাতে তসবি - অনুচ্চ স্বরে আল্লাহ-র নিরান্নবই নাম
ভাবনায় আসে নিজস্ব জগত
পরিপাটি সংসার, নিরন্তর সুখ
পুত্র-পুত্রবঁধু আর আদরের পুত্তলি নাতিদের নিয়ে।
স্বামী বিগত এক দশক
হঠাৎ স্ট্রোকে চলে গেলেন না ফেরার দেশে
আহা, জীবনের এ অনাবিল সুখ তার যে সইলো না !
আল্লাহ তাকে বেহেশত নসীব করুন।

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে
হ্যাঁ বৌমা, বড় পয়মন্ত বৌমা
পছন্দের বিয়ে হলেও ছেলের ভাগ্য আমার
বিয়ের পরেই শনৈ শনৈ ব্যবসার উন্নতি
দু' দুটো নাতি, মাশআল্লাহ
বেহেশতের হুর যেন ভুল করে পৃথিবীতে !

সুন্দরী, শিক্ষিত বৌমা কলেজ প্রভাষক
গৃহকর্মে তবু যে নেই তার জুড়ি
শিল্পের মহিমায় সাজায় এ সংসার-

বৌমা গুণী শিল্পী এক
সুললিত কন্ঠে স্নিগ্ধ আমেজ
পরম মমতায় গায় রবীন্দ্র -
শাশুড়ী বুঁদ হয়ে শুনেন... বিশেষ করে ঐ দু' টি গান
' সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর' কিংবা

' আমারি মাথা নত করে দাও তোমারি চরণ তলে'
তিনি পেয়ে যান আল্লাহর সান্নিধ্য . .
বৌমার কল্যাণে কবিগুরু হয়ে যান প্রেরিত পুরুষ।

ভাবনার অলিন্দে সহসা ভাসে মেঘ থমথমে বৌমা-র মুখ
সদা হাস্যোজ্জল বৌমার কি হয়েছে আজ!
পাশের রুমেই থাকে ছেলে-ছেলের বৌ
রাতে ভেসে এসেছিল বাক-বিতন্ডার আওয়াজ -
একসাথে থাকলে কখোনো সখোনো খটাখটি
হতেই পারে । একঘেয়ে সুখে এ তো ভিন্ন স্বাদ
খোকার বাবার সাথেও তো তার হত!

টিপিক্যাল শাশুড়ী নন তিনি
বরং শিক্ষিতা, আধুনিক এবং উদারমনা
সংসারের শান্তির জন্য অনাহুত নাক গলানো তার ধাত বিরুদ্ধ
বৌমার জন্য তবু কষ্ট ভীষণ -
এর একটা বিহিত হওয়া দরকার ভাবেন তিনি।

তসবীর দানা ঘুরাতে ঘুরাতে ডাকেন তিনি
- বৌমা, একবার এসো তো মা আমার রুমে।
- জি আম্মা আসছি আমি
পাখির ডানায় ভর দিয়ে আসে বৌমা।
- জ্বি মা, বলুন
শাশুড়ী তাকান তার বিষাদমাখা মুখে
- মা, বলো তো কি হয়েছে তোমার
সহানুভূতি কন্ঠে ছলছল করে ওঠে বৌমার চোখ।
- বলো না তুমি আমায়, আমিও তো তোমার মা... নাইবা হলাম
জন্মদাত্রী তোমার।

- মা আপনাকে বলতে যে বড় লজ্জা . . .
- বলো মা বলো... আমিও তো এক মেয়ে,

বুঝি তো মেয়েদের মন
- মা, সে যে বড়ই লজ্জা . . আপনার ছেলে . . এ বয়সেও
- কি?
- জি মা, অন্য এক মেয়ের সাথে . . .

শাশুড়ী চোখ বুঁজে ভাবেন কিয়ৎক্ষণ
সহসা যেন পেয়েছেন অহী। আবেগমাখা কন্ঠ তার
- মা জানো তো পুরুষ প্রজাতি বড়ই চঞ্চল। প্রজাপতি মন ফুলে ফুলে ওড়ে।
শেষটায় সে তো তোমারই, নাটাই যে তোমার হাতে।

শাশুড়ীর কথায় হতচকিত সে । কথার পিঠে কথা
- মা, আপনিও তো নারী, নারীও কি কম চঞ্চল! ফুলের সৌরভে আসে বহু প্রজাপতি- ফুল তো বহুগামী! আমি, আপনি নারী - আমাদেরও তো আছে নেশাতুর সৌরভ। আমরাও তো জুড়তে পারি অন্য কোন ঘুড়ির সুতার প্রান্তে নাটাই হাতে রেখেই।

যুক্তিতে হেরে যান শাশুড়ী।
টের পান, যুগ বদলে গেছে । কিয়ামত নজদিক!
হাতের তসবি ঘুরতে থাকে দ্রুতলয়ে।
- ঠিক আছে বৌমা, তুমি যাও এখন।

ওদের প্রবলেম ওরাই সলভ করুক, শাশুড়ী ভাবেন।